যুগান্তর

30 MAR 2008

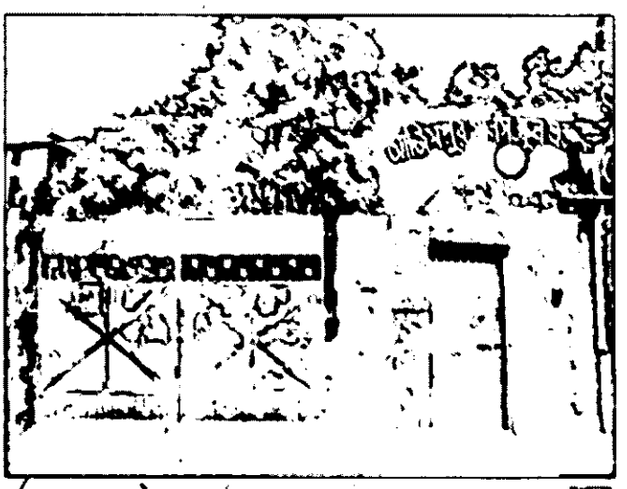

আজিমপুর গার্লস স্কুল — যুগান্তর

সুনামের সঙ্গে আজিমপুর গার্লস স্কুলের দীর্ঘ পথচলা

মুসতাক আহমদ

রাজধানীর যে অংশটি নতুন ঢাকা বলে পরিচিত তারই উৎসমুখে অর্ধশতাব্দীর ঐতিহ্যকে ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে একটি নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ইট-পাথরের কৃত্রিম নগরীতে গ্রামীণ বাংলার সবুজ-শ্যামল আঙিনায় শুভ্রতায় বিস্তীর্ণ সেই প্রতিষ্ঠানটি তার সুদীর্ঘ পথচলায় দীক্ষা দিয়েছে হাজারও ছাত্রীকে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছেন সেই প্রতিষ্ঠানের সাবেক ছাত্রীদের অনেকেই। হ্যাঁ, বলছি 'আজিমপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ'র কথা। তৎকালীন ঢাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কন্যা সন্তানরা যে স্কুলে পড়ে নিজেদের গর্বিত মনে করতেন, অভিভাবকরাও হতেন নিশ্চিন্ত— সেটাই এই স্কুল। ১৯৫৭ সালে স্কুলটি উদ্বোধন করা হয়। সেই থেকে প্রতিষ্ঠানটি চলছে সুনামের সঙ্গে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী শাহীন সামাদ, রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী পাপিয়া সারোয়ার, নজরুল সঙ্গীত

অধ্যক্ষ হোসনে আরা

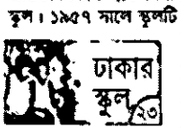

পথচলা : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৪

● কাল : একে স্কুল এন্ড কলেজ

পথচলা : স্কুলের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শিল্পী ফেরদৌস আরা, শিল্পী রওশন আরা মুস্তাফিজ, শিল্পী শামীমা পারভীন, কানিজ ফাতেমা, বুয়েটের সাবেক ডিন অধ্যাপক খালেদা রশীদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক নাসিমা পারভীন, ফার্মাসি বিভাগের ড. রেবেকা বানু, ড. কানিজ সিদ্দিকী, বিশিষ্ট অভিনেত্রী ডলি জহুর, শহীদ মুনীর চৌধুরীর বোন নাহেলা বানু, বিশিষ্ট ব্যাংকার ড. মুসলিমা ইমাম সেলিম, শামীমা ফেরদৌস এই স্কুলের সাবেক ছাত্রী।

আজিমপুর চৌরাস্তা সংলগ্ন সুবিশাল পরিসরের এই প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়েছিল মাত্র ৭ জন ছাত্রী নিয়ে। ১৯৫৭ সালের ১৬ জানুয়ারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অবসরপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ এডব্লিউ খানকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দেয়ার মাধ্যমে শুরু হয় স্কুলের যাত্রা। সেই বছর ২২ মার্চ স্কুলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। তবে স্কুলটি প্রকৃত অর্থে বেড়ে উঠেছে স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক কাজী আফসার আলীর হাতে। তিনি ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৫ সালে স্কুলের সঙ্গে কলেজ শাখা খোলা হয়। তবে প্রাথমিকভাবে কলেজের পৃথক নামকরণ করা হয়েছিল 'আজিমপুর মহিলা কলেজ'। পরে ১৯৯৯ সালে অবশ্য দু'প্রতিষ্ঠান একীভূত হয়ে নামকরণ হয় 'আজিমপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ'। বর্তমান অধ্যক্ষ হোসনে আরা বেগম এই স্কুলেরই সাবেক ছাত্রী, যিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে একই ব্যাচে ১৯৬৫ সালে স্কুল থেকে এসএসসি পাস করেন। তার হাতে প্রতিষ্ঠানটি যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। স্কুলের প্রথম ব্যাচ এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয় ১৯৬০ সালে। সেই বছর ৫ ছাত্রী স্কুল থেকে পরীক্ষা দেয়। একই ধারাবাহিকতায় ২০০৬ সাল পর্যন্ত স্কুল থেকে সর্বমোট ৮২৬৫ জন ছাত্রী পাস করেছে। তবে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বড় দুশ্চিন্তা ঘিরে ধরেছে যে, এই অধ্যক্ষের বিদায়ের পর স্কুলটি এলাকার সুবিধাবাদীদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে কতটা মুক্ত থাকতে পারবে। এ ব্যাপারে অধ্যক্ষ হোসনে আরা বেগমের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি এ প্রতিনিধিকে জানান, তার বয়স ৫৮ বছর হয়ে গেছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাকরিবিধি অনুযায়ী তিনি অন্তত কিছুদিন থাকতে পারবেন।

প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন বা রানারআপ কাপ বগলে গেলে নিয়মিতই লাভ করে স্কুলটি। টেবিল টেনিসেও স্কুলের ছাত্রীরা জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার লাভ করেছে। স্কুলে এছাড়া ডিবেটিং ক্লাব, সায়েন্স ক্লাব বিভিন্ন ক্লাবের পাশাপাশি স্কাউটিং গার্লস গাইড ও হলদে পাখির কার্যক্রম রয়েছে।

গত বছরের ২ মার্চ প্রতিষ্ঠানটির 'সুবর্ণ জয়ন্তী ও পুনর্মিলনী' অনুষ্ঠান হয়। দীর্ঘদিন পর সাবেক ছাত্রীদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠেছিল ক্যাম্পাস। দিনভর নানা আয়োজনে ছাত্রীরা নেচে, গেয়ে পালন করেছিলেন সুবর্ণ জয়ন্তী। শেখ হাসিনা ওইদিন বেলা পৌনে ১১টায় কেক কেটে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। শেখ হাসিনা সেদিন স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, নতুনের আগমন পুরনোর বিদায়— এটাই শাশ্বত। আজ এখানে নতুন-পুরনোর মিলনমেলা বসেছে। বয়স যতই হোক, স্কুলে এলে ছোটবেলায় ফিরে যেতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু ৬০ বছর বয়সে আর স্কুলে ফিরে আসা সম্ভব নয়।